দু নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর

১। নান্দী কী?

উত্তর। রঙ্গের অর্থাৎ অভিনয়ের বিঘ্নশান্তির উদ্দেশ্যে দেব, দ্বিজ বা রাজার স্তুতিই নান্দী।

২। সূত্রধারের লক্ষণ কী?

উত্তর। যিনি নাটকের পরিচালক এবং রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে নাটকীয় কথাবস্তুর সূচনা করেন তাঁকে সূত্রধার বলে।

৩। নেপথ্য শব্দের অর্থ কী?

উত্তর। 'নেপথ্য' শব্দটির মূল অর্থ সাজপোশাক এবং তা থেকে অভিনয়ের সাজঘর।

৪। সূত্রধারের নাট্যপ্রযোজনা সম্পর্কে নটীর কী ধারণা ছিল?

উত্তর। সূত্রধারের নাট্যপ্রযোজনা সম্পর্কে নটীর ধারণা ছিল যে, তাঁর সৃষ্টির প্রয়োগনৈপুণ্যের অর্থাৎ পরিচালনার গুণে অভিনয়ে কোন ত্রুটি ঘটবে না।

৫। সূত্রধারের গ্রীষ্মকালের বর্ণনা কীরূপ?

উত্তর। সূত্রধারের গ্রীষ্মকালের বর্ণনা—গ্রীষ্মকালে জলে স্নান করে খুব আরাম, পাটলফুলের সংস্পর্শে বাতাস সুরভিত, ভাল ছায়ায় দিনে ভাল ঘুম হয় এবং দিনের অবসান বেশ রমণীয় হয়।

৬। নটীর গানের বাণী কী ছিল?

উত্তর। নটীর গানের বাণী ছিল—ভ্রমরগণকর্তৃক আলতোভাবে চুম্বিত, সুকুমার কেশর শিখাসমন্বিত শিরীষফুল দিয়ে সদয়া রমণীরা কর্ণালংকার তৈরি করছে।

৭। নটীর গান শুনে রঙ্গপ্রেক্ষকদের কী দশা হয়েছিল?

উত্তর। নটীর গান শুনে রঙ্গপ্রেক্ষকেরা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে ছবির মত স্থির হয়ে বসেছিল।

৮। নটীর গান শুনে সূত্রধারের কী অবস্থা হয়েছিল?

উত্তর। নটীর গান শুনে সূত্রধার মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে পড়ায় অনন্তর করণীয় থেকে তাঁর মন অনেক দূরে চলে গিয়েছিল ; ঠিক যেমন মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্যন্ত সারঙ্গের আর্ত অনুগামিদের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিলেন।

৯। প্রস্তাবনা কী?

উত্তর। মূল নাটকের অভিনয় শুরু করবার আগে যে অংশে নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজের কাজের সম্পর্কে বিচিত্র কথাবার্তার মাধ্যমে সূত্রধার নাটকের কোন্ পাত্র প্রথম প্রবেশ করবে তা সূচিত করেন, সেই দৃশ্যকে প্রস্তাবনা বলা হয়।

১০। সারথি মৃগানুসারী রাজার কীরূপ বর্ণনা দিয়েছেন?

উত্তর। সারথি মৃগানুসারী রাজা দুষ্যন্তকে দেখে যেন সাক্ষাৎ পশুরূপী দক্ষযজ্ঞে পশ্চাদ্ধাবনকারী পিনাকপাণি মহাদেবকে দেখছেন বলে বর্ণনা করেছেন।

১১। কারা কখন শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তর। যেদিন দৈববাণীর মাধ্যমে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিবাহের কথা জেনে কণ্বমুনি শকুন্তলাকে পতিগৃহে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন, সেদিনই সকালে কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত এবং কণ্বভগিনী গৌতমী শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

১২। শকুন্তলার সখী কারা? তারা কী আদৌ শিক্ষিতা?

উত্তর। শকুন্তলার সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। তারা তৎকালীন নিয়মানুসারে শিক্ষিতা ছিল।

১৩। কণ্বমুনির মতে গৃহিণীর কর্তব্যগুলি কী কী?

উত্তর। কণ্বমুনির মতে গৃহিণীর কর্তব্যগুলি হল—গুরুজনের শুশ্রূষা, সপত্নীদের সাথে প্রিয়সখীর মত আচরণ করা, স্বামী খারাপ ব্যবহার করলেও ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতিকূল আচরণ না করা, পরিজনদের সাথে উদার ব্যবহার করা এবং সৌভাগ্যে বা ঐশ্বর্যে গর্বিত না হওয়া।

১৪। নান্দী শ্লোকে উল্লিখিত শিবের যে কোন চারটি মূর্তির নাম লেখ।

উত্তর। নান্দী শ্লোকে উল্লিখিত শিবের চারটি মূর্তির নাম—জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ।

১৫। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নামকরণটি ক্লীবলিঙ্গে কেন?

উত্তর। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নামকরণটি ক্লীবলিঙ্গে হওয়ার কারণ এটি ক্লীবলিঙ্গ 'নাটকম্' শব্দের বিশেষণ।

১৬। উদ্যানলতা ও বনলতা বলতে কাদের বোঝান হয়েছে?

উত্তর। উদ্যানলতা বলতে রাজ-অন্তঃপুরের যত্নলালিতা রমণীদের এবং বনলতা বলতে আশ্রমের অযত্নলালিতা মুনিকন্যা শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে বোঝান হয়েছে।

১৭। "পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে"—কে কার প্রতি এই উক্তি করেছিলেন?

উত্তর। পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে—মহারাজ দুষ্যন্ত শকুন্তলার সখী অনসূয়ার প্রতি এই উক্তি করেছিলেন।

১৮। রাজা দুষ্যন্ত কীভাবে এবং কেন বৈখানস কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন?

উত্তর। কণ্বাশ্রমের সন্নিকটে এসে মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্যন্ত একটি আশ্রমমৃগকে মারতে উদ্যত হয়ে বৈখানসের নিষেধ মেনে বাণ সংবরণ করলেন। তখন বৈখানস তাঁকে রাজচক্রবর্তী পুত্রের আশীর্বাদ করে তাঁর সুরক্ষায় তপস্বীদের ধর্মকার্য কেমন নির্বিঘ্নে সুন্দরভাবে চলছে স্বচক্ষে দেখতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন।

১৯। কণ্ব কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে শকুন্তলার যাত্রা বনবাস-বন্ধুদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল?

উত্তর। কণ্বমুনির অনুমোদন প্রার্থনার পর অসময়ে কোকিল ডেকে উঠল। এতেই তিনি নিশ্চিত হলেন।

২০। ধীবর তার বৃত্তির মহত্ত্ব প্রমাণ করতে কী যুক্তি উত্থাপন করেছিল?

উত্তর। ধীবর তার বৃত্তির মহত্ত্ব প্রমাণ করতে যুক্তি দিয়েছিল যে, অনুকম্পাপরায়ণ ব্রাহ্মণও যজ্ঞে নিষ্ঠুরভাবে পশুহত্যা করেন। সুতরাং জাতিগত বৃত্তি খারাপ বলে পরিত্যাজ্য নয়।

২১। কুলপতি শব্দের অর্থ কী?

উত্তর। কুলপতি শব্দের অর্থ যিনি দশ হাজার শিষ্যের গুরু এবং আশ্রমের অধিপতি।

২২। "অভিনবমধুলোলুপস্ত্বম্"—এখানে 'ত্বম্' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে এবং কেন?

উত্তর। 'অভিনবমধুলোলুপস্ত্বম্'—এখানে 'ত্বম্' বলতে রাজা দুষ্যন্তকে বোঝানো হয়েছে।

Scanned with CamScanner

কারণ, তিনি নবমধুলোভী ভ্রমরের মত নতুন রাণী বসুমতীকে পেয়ে পুরানো রাণী হংসপদিকাকে ভুলে গেছেন।

২৩। সেনাপতির মতে মৃগয়ার উপকারিতা কী?

উত্তর। সেনাপতির মতে মৃগয়ার উপকারিতা—মেদ ক্ষয়ে গিয়ে শরীর কর্মক্ষম ও উদ্যোগী হয়, ভয়ে ও ক্রোধে প্রাণিগণের চিত্তবিকৃতির জ্ঞানলাভ হয়, চলন্ত লক্ষ্যভেদের অনুশীলনের ফলে ধনুর্ধরদের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়।

২৪। কন্ব কী কারণে শকুন্তলার পিতা বলে অভিহিত হয়েছেন?

উত্তর। শকুন্তলার জন্মের পর তার পিতামাতা তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলে তাকে কণ্বমুনি লালন-পালন করে বড় করেন বলে তিনি শকুন্তলার পিতা বলে অভিহিত হয়েছেন।

২৫। বৈখানস কী কারণে রাজাকে শরনিক্ষেপ করতে বারণ করেছিলেন?

উত্তর। আশ্রমমৃগ বধের অযোগ্য। আবার মৃগের কোমল প্রাণ ও রাজার বজ্রকঠোর বাণের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। তাছাড়া রাজা তথা ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র বিপন্নকে রক্ষার জন্য, নির্দোষকে হত্যার জন্য নয়। এই সকল কারণে বৈখানস রাজাকে শরনিক্ষেপ করতে বারণ করেছিলেন।

২৬। সানুমতী কেন দুষ্যন্তের প্রমোদ উদ্যানে এসেছিলেন?

উত্তর। শকুন্তলাজননী মেনকার ও শকুন্তলার সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকায় মেনকার অনুরোধে রাজা দুষ্যন্তের বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষভাবে জানবার উদ্দেশ্যে সানুমতী দুষ্যন্তের প্রমোদ উদ্যানে এসেছিলেন।

২৭। "অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র"—কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে এই উক্তি করা হয়?

উত্তর। কণ্বাশ্রমে প্রবেশকালে মহারাজ দুষ্যন্তের দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হয় যা রমণী লাভের সূচক। সংযমপ্রধান আশ্রমে এই ফল সম্ভব কিনা চিন্তা করতে গিয়ে দুষ্যন্ত এই উক্তি করেন।

২৮। মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদে মাতলি বিদূষককে কেন আক্রমণ করেছিলেন?

উত্তর। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে দুর্জয় নামক দানবদলকে সংহার করার জন্য রাজা দুষ্যন্তকে নিয়ে যেতে এসে মাতলি দেখেন যে, দুষ্যন্ত শকুন্তলার শোকে মুহ্যমান। তাই তাঁকে ক্রুদ্ধ করে তুলে তেজোদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যে মাতলি বিদূষককে আক্রমণ করেন।

২৯। "আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্"—কে কার উদ্দেশ্যে একথা বলেছেন?

উত্তর। "আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্" কথাটি রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার উদ্দেশে বলেছেন।

৩০। "কিমত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্বা"—কার উক্তি? কেন এই সংশয়?

উত্তর। উক্তিটি মহারাজ দুষ্যন্তের। দুর্বাসার শাপে শকুন্তলাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়ায় এই সংশয়।

৩১। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত এই দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রকে শকুন্তলার সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল কেন?

উত্তর। সম্ভবত কণ্বমুনি [illegible]

Scanned with CamScanner

উগ্রস্বভাব শার্ঙ্গরব যাতে অত্যধিক বাড়াবাড়ি না করে ফেলে তাই তাকে সংযত রাখতে শান্তস্বভাব শারদ্বতকেও সঙ্গে দিয়েছিলেন। নরমে-গরমে কার্যসিদ্ধিই হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

৩২। সারথি রথের বেগ মন্দ করেছিলেন কেন?

উত্তর। সারথি রথের বেগ মন্দ অর্থাৎ কম করেছিলেন উঁচু-নিচু জমিতে দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য।

৩৩। চক্রবর্তীর লক্ষণ কী?

উত্তর। 'চক্রবর্তীর' লক্ষণ—হাতের আঙুলগুলি হবে জালের ন্যায় পরস্পর গ্রথিত বা সংবদ্ধ এবং হাতের তালুতে ধনুক ও অঙ্কুশ-এর চিহ্ন থাকবে।

৩৪। কী কারণে দেবতারা বিশ্বামিত্রের কাছে মেনকাকে পাঠিয়েছিলেন?

উত্তর। বিশ্বামিত্রের উগ্র তপস্যায় ভীত হয়ে তাঁর তপোভঙ্গ করতে দেবতারা মেনকাকে পাঠিয়েছিলেন।

৩৫। শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত জানবার পর দুষ্যন্ত প্রিয়ংবদার কাছে কী জানতে চান?

উত্তর। শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত জানবার পর দুষ্যন্ত প্রিয়ংবদার কাছে জানতে চান বিবাহে সম্প্রদানের পূর্ব পর্যন্তই শকুন্তলা কামবিরোধী তপস্বিনী ব্রত পালন করবেন, নাকি সারাজীবনই তা করবেন (অর্থাৎ শকুন্তলা বিবাহ করবে কিনা)।

৩৬। দুষ্যন্ত নগরে ফিরে যেতে আগ্রহ হারিয়েছিলেন কেন?

উত্তর। দুষ্যন্ত নগরে ফিরে যেতে আগ্রহ হারিয়েছিলেন কারণ কণ্বমুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলার প্রেমে পড়ে তার ব্যাপার থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে তিনি অক্ষম ছিলেন।

৩৭। বিদূষকের লক্ষণ কী?

উত্তর। বিদূষকের লক্ষণ—চেহারা, বেশভূষা, কাজকর্ম ও কথাবার্তার মাধ্যমে হাস্যোদ্রেককারী এবং রাজার নর্মসহচর ব্যক্তিকে বিদূষক বলে।

৩৮। বিশ্রামলাভের জন্য বিদূষক কী করেছিল?

উত্তর। বিশ্রামলাভের জন্য বিদূষক অঙ্গভঙ্গবৈকল্যের অভিনয় করে রাজা দুষ্যন্তের কাছে বিশ্রাম প্রার্থনা করেছিল।

৩৯। তপস্বীদের স্বভাব কেমন?

উত্তর। তপস্বীদের স্বভাব শমপ্রধান, শান্ত ; কিন্তু অন্যে তাঁদের উপর তেজ দেখালে (অর্থাৎ তাঁদের বিরক্ত বা অপকার করলে) বহুগুণে তা তাকে তাঁরা ফিরিয়ে দেন, এমনকি তাকে ভস্ম করে দেন।

৪০। বিদূষক আশ্রমে যেতে রাজি হলেন না কেন?

উত্তর। বিদূষক আশ্রমে যেতে রাজি হলেন না, কারণ আশ্রমে রাক্ষসের উপদ্রব হচ্ছে শুনে তিনি ভয় পেয়েছিলেন।

৪১। পঞ্চমাঙ্কে কোথাকার তপস্বিরা কীজন্য রাজসভায় এসেছিলেন?

উত্তর। কণ্বাশ্রমের তপস্বিরা কণ্বমুনির নির্দেশে শকুন্তলাকে রাজা দুষ্যন্তের কাছে পৌঁছে দিতে রাজসভায় এসেছিলেন।

Scanned with CamScanner